ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থাঃ এর কার্যকারিতা (১৯৭৩ -১৯৭৫)

ড. রাকিবা ইয়াসমিন*

Abstract: *In the democratic form of Government either the Presidential or the Parliamentary type the people have right to know about the policies of the government to be implemented in all spheres of administration. In the democratic system the government is considered as the people's government. This consideration demands the control of governmental affairs as per of their hopes and aspirations. This can be materialized through the elected representations of the people who can ventilate their opinions in the National Assembly. The representatives get opportunities to adopt certain procedures in the National Assembly for diverting the governmental policies and decisions to serve thepeople's interests and in putting checks on the malpractices and unprofitable ventures of the administrative hierarchy. But due to the wide range of the subfects and the complexity of the problems a thread bare discussion of them in the National Assembly sometimes becomes, though not impossible, time-consuming without producing any tangible results. To avoid this situation Committee System is a necessary device in all the democratic states of the world. Bangladesh as a democratic state is not an exception on this point. Various Committees are constituted with the members of the Parliament to discuss the burning questions of the people and to examine and amend the matters in the form of bills before presenting them to the National Assembly for giving the final approval in shape of law. This paper aims at discussing formation of various committees in the National Assembly of Bangladesh and their working during the period of 1973 - 1975.*

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার দাবি করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারকে 'জনগণের সরকার' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ 'বিবেচনা' সরকারের উপর জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছার আলোকে নিয়ন্ত্রণের দাবি রাখে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভা কার্যক্রমের আওতায় গণতান্ত্রিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। সরকারি নীতি সিদ্ধান্তকে জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনুকূলে পরিচালিত করা এবং রাষ্ট্রীয়

* *সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।*

প্রশাসনকে দুর্নীতি ও অকল্যাণকর কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিগণ আইনসভায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ পান। 'গণতান্ত্রিক অধিকারের বিবেচনায়' সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং জনগণকে আস্থায় রাখার দলীয় সরকারের আগ্রহ ও উভয় প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক আইনসভায় কিছু প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে। আইনসভায় প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন ধরনের নোটিশ প্রদান, মুলতবি প্রস্তাব ও অনাস্থা প্রশ্নের এবং কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। সুতরাং বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর কর্মকাণ্ডে একটি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি ও জটিল আকার ধারণ করায় আইনসভার সদস্য সংখ্যায় আধিক্যের কারণে সব বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং সীমিত সময়ে দক্ষতার সাথে আইনসভার কার্য সম্পাদনের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিটিসমূহ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে। সরকারিভাবে কোন আইন প্রণয়ন করতে হলে তা বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করতে হয়। বিলটি সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষিত ও সংশোধিত হবার পরই সংসদ কর্তৃক আইন আকারে গৃহীত হয়। সুতরাং কমিটিসমূহকে বাদ দিয়ে সংসদকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত তার কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক আইনসভা অনুসৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কমিটি ব্যবস্থা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটিসমূহের গঠন, কাঠামো, গণতন্ত্রের বিকাশে এর ভূমিকা (১৯৭৩-'৭৫) ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে সংসদীয় কমিটির সংজ্ঞা, গঠন ও কার্যাবলী এবং পরবর্তীতে প্রথম সংসদকে (১৯৭৩-৭৫) কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস নিরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পাদিত হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতে বিষয়-স্তর যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, মুখ্য তথ্য ও গৌণ তথ্য।

মুখ্য তথ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সরকারি দফতরের অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণ-

পরিষদ ও পার্লামেন্টের বিতর্ক, পার্লামেন্টের কার্য নির্বাহের সারাংশ, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, প্রচারপত্র প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন কমিটি শাখা থেকে সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী গৌণ তথ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গবেষণা কর্মটি মুখ্য ও গৌণ উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে।

সংসদীয় কমিটির সংজ্ঞা

'সংসদীয় কমিটি' শব্দ বা Term টি সংজ্ঞায়িত করে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বিধান করা হয়েছে যে, 'কমিটি অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব-কমিটিও এর অন্তর্ভুক্ত।'[১] S. S. Khera-এর মতে, "A committee is specialised instrument by which management can be measured and tested."[২] সংসদের আইন প্রণয়নসহ দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় সাহায্য সহযোগিতার জন্য সংসদ সদস্যদের নিয়ে যেসব কমিটি গঠন করা হয় তাকে সংসদীয় কমিটি বলে। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অধিকাংশ সংসদীয় কমিটি সংসদে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা এবং অল্প কয়েকটি কমিটি স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত হয়। সংসদীয় কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিংবা কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি সংবিধান, কার্যপ্রণালী বিধি, সংসদীয় রীতি-রেওয়াজ ও স্পীকারের রুলিং দ্বারা নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র বা প্রধানত সংসদ সদস্য নিয়ে সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত কোন কমিটিকে সংসদীয় কমিটি হিসেবে অভিহিত করা যায় না। যেমন ১৯৯২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা নিরসনকল্পে তৎকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক ও সব সদস্যই সংসদ সদস্য ছিলেন।[৩] কিন্তু সরকার দ্বারা গঠিত হওয়ায় ঐ কমিটি সংসদীয় কমিটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। ঐ কমিটি গঠনের পর পরই ঐ কমিটিকে সংসদীয় কমিটি হিসেবে অভিহিত করা যায় কিনা, সে বিষয়ে একটি ক্ষণস্থায়ী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ বিভ্রান্তি আমাদের দেশেই প্রথম তা নয়। বৃটিশ হাউজ অব কমন্সে অনুরূপ একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ঐ বিষয়ে স্পীকারকে একটি রুলিংও দিতে হয়েছিল। The House of Commons at Work শীর্ষক গ্রন্থে লেখক Eric Taylor ঐ রুলিংটি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, "The title 'Parliamentary Committee' has a technical meaning and can be properly used only by a body appointed by one or both of the House of Parliament. Its use by bodies not so appointed is, as the Hon. Member says, apt to mislead the public by suggesting that the body has an authority and power which it does not in fact possess. It ought not to be impossible to find some other term to designate bodies, entirely or partly composed of members of parliament but not appointed by parliament, which would sufficiently indicate their connection with parliament without giving rise to his conception."[৪] সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্য

নিয়ে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হবে। এ বিধানটির ফলে সংসদ সদস্য নন এমন কোন মন্ত্রীও সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে পারেন না। কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রদত্ত 'কমিটি' শব্দটির সংজ্ঞায় 'সাব-কমিটি'ও অন্তর্ভুক্ত থাকায় সংসদ সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তি কোন সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির গঠন ও কার্যাবলী

নিম্নে কমিটিগুলোর গঠন ও কাজ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত হ'ল:

কার্য-উপদেষ্টা কমিটি: সংসদ অধিবেশনের শুরুতে একটি কার্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। স্পীকার অনধিক **১৫**জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি মনোনীত করেন এবং তিনি নিজেই উক্ত কমিটির সভাপতি হন।[৫] সংসদ নেতার সাথে পরামর্শক্রমে যে সকল সরকারি বিল বা অন্যান্য কার্য কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য স্পীকার নির্দেশ দেন সেই সকল বিল ও অন্যান্য কার্যের স্তর বা স্তরসমূহের আলোচনার জন্য কি পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা উচিত, সে সম্পর্কে সুপারিশ করা এ কমিটির কাজ।[৬]

বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি : সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[৭] বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিল পরীক্ষা করা এর দায়িত্ব। এ বিলগুলো সংসদে আলোচিত হওয়ার পূর্বেই কমিটি তা পরীক্ষা করে এবং সেগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে 'ক' ও 'খ' দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। বিলগুলো আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কতটা সময় দেয়া হবে এবং বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সময়সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করে।[৮]

বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি : যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য বিলটিকে বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন, কেবল তখনই এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বিভিন্ন বিল বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিল বিচার-বিবেচনা করে এর উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করে। বাছাই কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারার সংশোধনের জন্যও প্রস্তাব করতে পারে। সংসদ কোন বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়-সীমা নির্ধারিত করে না দিলে উক্ত রিপোর্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার তারিখ হতে তিন মাস সমাপ্তির পূর্বে পেশ করতে হয়।[৯]

পিটিশন কমিটি : স্পীকার অন্যূন ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি মনোনয়ন করেন। কোন মন্ত্রীকে এ কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয় না এবং এ কমিটিতে মনোনয়নের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না।[১০] বিল বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণ জাতীয় সংসদের নিকট যে আবেদন করেন তা বিবেচনা করা এবং সংসদের নিকট ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা এ কমিটির প্রধান কাজ।[১১]

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারি হিসাব কমিটি সবচেয়ে প্রাচীনতম কমিটিগুলোর অন্যতম, বৃটিশ হাউস অব কমন্সে এ কমিটি ১৮৬১ সালে প্রথম গঠিত হয়। Silk Ges Walters বলেছেন, "This committee (PAC) has existed since 1861 when it was established by Gladstone. Execpt for the committee of privileges, it is the oldest of the present committees."[১২] বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দিষ্ট দু'টি কমিটির মধ্যে সরকারি হিসাব কমিটির নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] সংবিধানে এ কমিটি 'সরকারি হিসাব কমিটি' এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' নামে অভিহিত।

সংসদ প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে অনধিক ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এ কমিটিতে নিযুক্ত করা হয় না, এবং এ কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। সরকারের বিভিন্ন হিসাব পরীক্ষা করা এ কমিটির কাজ। মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা, সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছে তা সংসদের আইন অনুসারে প্রদত্ত কিনা এবং সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করে তা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা কমিটি এর কারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করে এবং নিজের সুপারিশ প্রদান করে। বিধি সম্মতভাবে মহা-হিসাব-নিরীক্ষক যে সকল কর্পোরেশন, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করে সেগুলোর হিসাব পরীক্ষা করাও এর কর্তব্য।[১৪]

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি : সংসদ অনধিক ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এ কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয় না এবং এ কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। এটি অনুমিত হিসাবসমূহ পরীক্ষা করে এবং (ক) কিভাবে মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি বিধান, কর্ম দক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে, (খ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আর্থিক মিতব্যয়িতা আনয়ন কল্পে বিকল্প নীতির সুপারিশ করে, (গ) অনুমিত হিসাবে গৃহীত নীতির পরিসীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে (ঘ) অনুমিত হিসাবটি সংসদে কি আকারে পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।[১৫]

সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি : সংসদ কর্তৃক মনোনীত অনধিক ১০জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। কোন মন্ত্রীকে এ কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয় না। এ কমিটির কাজ হ'ল (ক) নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা, (ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকলে তা পরীক্ষা করা, (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা, (ঘ) সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে সব কাজ বর্তমানে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব ও সরকারি হিসাব কমিটির ওপর ন্যস্ত তা স্পীকার নির্দেশ দিলে বিচার বিবেচনা করে দেখা।[১৬]

বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি : সংসদ অনধিক ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করেন।[১৭] এ কমিটি সংসদ এবং এর সদস্য বা কোন কমিটির বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে। কোন অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন সংসদ কিংবা স্পীকার কমিটির নিকট পেশ করলে কমিটি তা পরীক্ষা করে, প্রয়োজনমত অনুসন্ধান চালায়, কোন অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং সে সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদান করে।[১৮]

সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি : সংসদ অনধিক ৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করেন।[১৯] কমিটির কাজ হ'ল, মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে সময়ে সময়ে যে সকল প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদি দেন তার কতখানি কার্যে পরিণত করা হয়েছে এবং সময়মত কার্যকর করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা।[২০]

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি : প্রত্যেক নতুন সংসদের উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করেন[২১] এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য থাকেন। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হ'ল সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা ও সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।[২২]

সংসদ কমিটি : স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ অনধিক ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[২৩] সংসদ সদস্যদের আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা এ কমিটির প্রধান কাজ।[২৪]

লাইব্রেরী কমিটি :স্পীকার কর্তৃক সংসদ হতে মনোনীত ৯ জন সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[২৫] ডেপুটি স্পীকার পদাধিকার বলে এ কমিটির সভাপতি হন। কমিটির কাজ হ'ল (ক) লাইব্রেরী সংক্রান্ত যে সব বিষয় সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করেন তা বিবেচনা করে পরামর্শ প্রদান (খ) লাইব্রেরীর উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শ প্রদান, এবং (গ) লাইব্রেরী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদস্যগণকে সাহায্য করা।[২৬]

কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি : সংসদ কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[২৭] স্পীকার পদাধিকারবলে এ কমিটির সভাপতি হন। এ কমিটি সংসদের কার্যের পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করে এবং এর উন্নতির জন্য কোন বিধির সংশোধন বা সংযোজনের সুপারিশ করতে পারে।[২৮]

বিশেষ কমিটি : সংসদ কোন প্রস্তাব দ্বারা এমন বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারেন, যার গঠন ও কাজ এ প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকবে, সেরূপ হবে।[২৯]

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। শুধুমাত্র কার্যপ্রণালী-বিধি কমিটি ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হন স্পীকার এবং অন্যান্য কমিটির সভাপতি সংসদ কর্তৃক মনোনীত হন। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণই প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। প্রত্যেক কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটিগুলোর বৈঠকে কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। সংসদের বৈঠক চলাকালেও কমিটির বৈঠক বসতে পারে এবং কমিটির পক্ষ হতে কমিটির সভাপতি সংসদে এর রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এক বছরের মধ্যে দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও জনপ্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে 'জাতীয় সংসদ' নামে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রয়েছে, যা 'পার্লামেন্ট' নামেও পরিচিত। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বাংলাদেশে উদার সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। ফলে বৃটেন, কানাডা বা ভারতের ন্যায় বাংলাদেশ পার্লামেন্টকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়। এটা ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। শাসন বিভাগ জাতীয় সংসদের কাছে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়।

সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ধারায় নব্য সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ধারা সন্নিবেশ করা হয় এবং এটি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।[৩০] কেবলমাত্র এর জবাবদিহিতা, কার্যপ্রণালী, সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। সাংবিধানিকভাবে কোন সংশোধন আনা হয়নি। বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে এবং ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অধীনে কর্মরত ছিল। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রথম পার্লামেন্ট সাতটি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে। রাষ্ট্রপতি সরকার পদ্ধতির সময়ে প্রথম সংসদ একটিমাত্র অধিবেশনে মিলিত হয়ে ২০টি কর্মদিবসে মোট ৪৬.৫৪ ঘণ্টা কর্মরত ছিল।[৩১] ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিতে ন'টি কমিটি গঠনের বিধান ছিল, যথা- কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত - প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং বিশেষ কমিটি, ১৯৭৪ সালের ২২শে জুলাই তারিখে প্রথম পার্লামেন্ট তার স্বীয় কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করলে এতে উক্ত কমিটিগুলো ছাড়া আরও পাঁচটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো হচ্ছে : আবেদন সংক্রান্ত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, সংসদ কমিটি, লাইব্রেরী কমিটি এবং বিভিন্ন মন্ত্রাণালয় সংক্রান্ত কমিটি। এর ফলে প্রথম সংসদীয় ব্যবস্থায় মোট ১৪টি কমিটি

গঠনের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় পার্লামেন্টেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে সংসদীয় আমলে গৃহীত ১০০টি সাধারণ বিলের মধ্যে মাত্র তিনটি বিল বাছাই (Select) কমিটিতে পাঠানো হয় এবং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংসদে গৃহীত হয়।[৩২] নিম্নে প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটির গঠন, ভূমিকা ও কার্যকারিতা আলোচনা করা হ'ল :

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে ১১ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৯ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং জাতীয় সংসদের ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা' কমিটি গঠন করা হয়।[৩৩]

দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে উক্ত বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১১ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৯ সদস্য সমন্বয়ে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ' বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করা হয়।[৩৪]

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে উক্ত বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১১ সদস্য সমন্বয়ে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৯ সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ অধিকার কমিটি কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালন কল্পে ১০ সদস্য সমন্বয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধির ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি' কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য সমন্বয়ে কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অনুসারে ২১২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে '১০ সদস্য সমন্বয়ে বেসরকারি সদস্যের বিল ও বেসরকারি সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি', জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৪ বিধি অনুসারে ৭ সদস্য সমন্বয়ে চীফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রস্তাবক্রমে বাছাই কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১২ সদস্য সমন্বয়ে আইন ও সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি', জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধি অনুসারে ২১২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য আইন ও সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য সমন্বয়ে বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি', কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করা হয়।

পঞ্চম অধিবেশনে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২০ বিধি অনুসারে উক্ত বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৯ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১২ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি', ২১১ বিধি অনুসারে ২১২ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' গঠিত হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ২৫০ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১২ সদস্য সমন্বয়ে সংসদ কমিটি আইন ও সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ২৩৫ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ২৪৪ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ২৪৪ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি', ২২২ বিধি অনুসারে ২২৩ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি', চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে ২৩৮ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪

বিধি অনুসারে ২৩৩ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১৩ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৪০ বিধি অনুসারে ২৪১ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৬৪ বিধি অনুসারে ২৬৩ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১২ সদস্য সম্বয়ে 'কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।

সপ্তম অধিবেশনে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধি ২৩৪ অনুসারে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', কার্যপ্রণালী বিধি ২৪০ অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'বিশেষ অধিবেশন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ২২২ বিধি অনুসারে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। এছাড়া যেসব কমিটি মনোনীত করেন, সেগুলো হ'ল - ২১৯ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটি এবং ২৩১ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি।[৩৫]

অষ্টম অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে স্পীকার যে কমিটিগুলো মনোনীত করেন, সেগুলো হ'ল - জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পিটিশন কমিটি। এছাড়া অষ্টম অধিবেশনে আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচারমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক সংসদের নিম্নলিখিত কমিটিসমূহে শূন্য পদ পূরণ ও সদস্য পরিবর্তন করা হয়।

ক) অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (বিধি - ২৩৬) : জনাব আসাদুজ্জামান খানের স্থলে (শূন্য পদে) টাঙ্গাইল জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব শওকত আলী খানকে,

খ) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি (বিধি - ২৩৯) : জনাব মো. শামসুল হকের পরিবর্তে বগুড়া জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব এ কে মুজিবুর রহমানকে,

গ) কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (বিধি - ২৬৪) : জনাব এ কে মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে ঢাকা জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব আফজাল হোসেনকে, এবং লাইব্রেরী কমিটি (বিধি - ২৫৭) সংসদের 'লাইব্রেরি কমিটি'তে জনাব মো. আবদুল্যা সরকারের স্থলে (শূন্য পদে) মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য বেগম নুরজাহান মুরশিদকে মনোনীত করেন।[৩৬]

১৯৭৩-৭৫ আমলে বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা

সরকারি হিসাব কমিটি

১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেও কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে সরকারি হিসাব কমিট গঠন করা হয়। সরকার দলীয় (আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইয়ুম -এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। সভাপতিসহ সদস্য ছিলেন ১১জন।[৩৭] তন্মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন স্বতন্ত্র এবং আর ৯ জনই ছিলেন সরকার দলীয়। এ কমিটি তিনটি সভা পরিচালনা করে। ১৯৭৪ সালের ২৬ জানুয়ারী এ কমিটির প্রথম সভায় ৬ জন সদস্য এবং ৮ জন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি হ'ল স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতাত্তোর কোন অর্থ হিসাব যদি নিরীক্ষণ না হয়ে থাকে তবে এ কমিটি তা নিরীক্ষণ করে দেখবে। দ্বিতীয়টি হিসাব নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেলকে সংস্থাপন অধিপ্তরের নিকট প্রয়োজনীয় স্টাফ প্রদানের জন্য লেখার পরামর্শ প্রদান করে। ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় ৬ জন সদস্য এবং ৮ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি হ'ল, নতুন কোন বিলে অতিরিক্তি কার্যাবলী সংযোজিত হলে 'CAG' (Comptroller and Auditor General)-র নিকট তা প্রেরণ করা এবং জাতীয়করণ ইউনিটগুলোর ওপর তার কর্তৃত্ব নির্ধারণ করা। অপরটি হ'ল তাদের আলোচনা সভায় অর্থ মন্ত্রণালয় হতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা। এ কমিটির তৃতীয় ও শেষ সভায় ৮ জন সদস্য ও ৯ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় এ কমিটি ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, এ কমিটির একটি সুসজ্জিত কামরা প্রয়োজন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রতিনিধি থাকবেন তিনি পদ মর্যাদায় যুগ্ম সচিবের নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হবেন না। এ কমিটি জাতীয় সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি হিসাব কমিটি কার্যত কিছুই করেনি।[৩৮]

সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে সরকার প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিসহ এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। মন্ত্রী জনাব, মোঃ সামসুল হক এ কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৩৯] এ কমিটির সব সদস্যই ছিলেন সরকার দলীয়। এ কমিটির কোন আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এ কমিটির কাজের ব্যাপারে সংসদীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা মূল্যায়নের কোন প্রশ্নই উঠে না।

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে সংসদের অনুমিত হিসাব কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আছাদুজ্জমান খান, সভাপতিসহ সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপ্রতি শাসিত সরকার

পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে জনাব আছাদুজ্জমান খান সরকারের পাটমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[৪০] এ কমিটির নয়জন সদস্য ছিলেন সরকারদলীয় এবং ১জন ছিলেন বিরোধী দলীয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে দুইজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এ কমিটি নয়টি বৈঠক করলেও কোন রিপোর্ট প্রদান করেননি।

সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি'' গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি জনাব এ. কে. মোশারফ হোসেন আকন্দসহ সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন।[৪১]

বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে প্রথম জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতিসহ এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন। সভাপতি ছিলেন শ্রী মনোরঞ্জন ধর।[৪২] এ কমিটির সব সদস্যই ছিলেন সরকার দলীয়। এ কমিটি ৫দিনের সভায় ২টি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করে।[৪৩] বিশেষ অধিকার কমিটির একটি প্রতিবেদন সরকারি দল আওয়ামী লীগের হুমায়ুন খালেদ কর্তৃক দেয়া হয়েছিল। তিনি অভিযোগ এনেছিলেন, 'দৈনিক বাংলা'' একটি সংবাদ পরিবেশন করেছিল যাতে একজন সাংসদের হত্যা সম্পর্কে একজন পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল এবং তা জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার[৪৪] ক্ষুণ্ন করেছিল। বিশেষ অধিকার কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল 'ইত্তেফাক'' এ প্রকাশিত একটি সংবাদ যাতে কোন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যের এমন মন্তব্য ছিল যা জাতীয় সংসদের মান ক্ষুণ্ন করে। এটি সদস্য সৈয়দ কামরুল ইসলাম মুহম্মদ সালেহ উদ্দীন কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল। এবং সেটি ২রা জুলাই ১৯৭৫ সালে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।[৪৫] উভয় প্রতিবেদনই মৌখিক ভোটাভুটির আলোচনা ব্যতীত গৃহীত হয়েছিল।[৪৬]

কার্য উপদেষ্টা কমিটি

প্রথম জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রারম্ভে সংসদের ২০৮ বিধি অনুসারে সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ সহ সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন।[৪৭] কমিটির দুইজন সদস্য ছিলেন স্বতন্ত্র, ৮ জন ছিলেন সরকার দলীয়। সদস্যদের মধ্যে একজন মন্ত্রী ছিলেন। সংসদে ও বিভিন্ন কাজের জন্য সময় বরাদ্দ সম্পর্কে তার নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে কিন্তু কোন প্রতিবেদন পেশ করতে পারেনি।[৪৮]

কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অনুসারে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। স্পীকার পদাধিকার বলে এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। সভাপতিসহ সদস্যের সংখ্যা ছিল ১২জন। এ কমিটির সব সদস্যই ছিলেন সরকারি দলীয়। এ কমিটি তিনজন সদস্য ছিলেন মন্ত্রী এবং দুইজন ছিলেন প্রতিমন্ত্রী।[৪৯] ১৯৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কার্যপ্রণালী বিধিতে সুপারিশকৃত একটি খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন করেন এবং ৩রা জুন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ১২ই জুলাই, ১৯৭৪ তারিখে প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপন করেন। ২২শে জুলাই কার্যপ্রণালী বিধিটি সংশোধিত আকারে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় ও ২৩শে জুলাই এটি বাংলাদেশের অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত হয়।[৫০]

সংসদ কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে স্পীকার কর্তৃক সভাপতিসহ ১২ জন সদস্য সংখ্যা নিয়ে সংসদ কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন হুইপ জনাব আবদুর রউফ।[৫১] এ কমিটির সব সদস্য ছিলেন সরকার দলীয়। এ কমিটি পাঁচটি সভা পরিচালনা করেছিলেন।

লাইব্রেরি কমিটি

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে ২৫৮ বিধিতে উল্লিখিত কর্তব্য পালনের জন্য স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত ৯ জন সংসদ সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এ কমিটি পাঁচটি সভা পরিচালনা করেন।

পিটিশন কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পিটিশন কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এ কমিটি কোন বৈঠকে মিলিত হয়নি এবং সংসদে কোন প্রতিবেদনও পেশ করেনি।

বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে প্রথম জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। সভাপতিসহ সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। এক কমিটির একজন সদস্য ছিলেন স্বতন্ত্র। এ কমিটি চারটি বৈঠক পরিচালনা করে কিন্তু সংসদে কোন রিপোর্ট উপস্থাপন করেনি।

বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি

প্রথম জাতীয় সংসদে দু'টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। প্রথমটি ছিল "The Bangladesh Local Govt. (Union Parishad and Paurashava) Amendment Bill, 1973 এর জন্য পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে, ১৩ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মতিউর রহমান।

দ্বিতীয়টি ছিল-The Bangladesh Rice Research Institute Bill, 1973 এর জন্য কৃষি মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আর একটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। প্রথম বাছাই কমিটি ১২, ১৮, ১৯ ও ২০ জুন চারটি বৈঠক করেন এবং ২২ জুন সংসদে উপস্থাপন করে ২৮ জুন বিলটি বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে সংসদে গৃহীত হয়।[৫২]

দ্বিতীয় বাছাই কমিটির বৈঠক ১৩, ১৫ ও ১৭ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮ জুন বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে সংসদে গৃহীত হয়।[৫৩]

প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সভা ও প্রতিবেদনের সংখ্যা[৫৪]

কমিটির নাম	সদস্য সংখ্যা	সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা	পেশকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা
সরকারি হিসাব কমিটি	১১	৪ দিন	
বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি	৯	৫ দিন	২
কার্য উপদেষ্টা কমিটি	১০		
সিলেক্ট কমিটি (বিল সম্পর্কিত)			
(ক)	১৩	৩ দিন	১
(খ)	১৫	৩ দিন	১
(গ)	৭	১ দিন	
অনুমিত হিসাব কমিটি	১০	৯ দিন	
সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি	৮		
কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত কমিটি	১২	১০ দিন	১
সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০		
সংসদ কমিটি	১০	৫ দিন	
লাইব্রেরী কমিটি	১০	৪ দিন	
বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০		
পিটিশন কমিটি	১০		

প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকার মূল্যায়ন

সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতা প্রকৃত পক্ষে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকর ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারায় নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ধারা সন্নিবেশ করা হয়। এ কমিটিগুলোর ক্ষমতার উৎস হ'ল সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি।[৫৫] ১৯৭৪ সালে যখন কার্যপ্রণালী বিধি রচিত ও প্রবর্তিত হয় তখন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ছিল মাত্র ১১টি। প্রথম থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত গঠিত কমিটির সংখ্যা ছিল ১৪টি। এ কমিটিগুলো সংসদ

কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এ সব কমিটির সাফল্যজনক কোন কাজ সম্পাদিত হয়নি। এগুলোর মধ্যে তিনটি স্থায়ী কমিটি প্রত্যেক অধিবেশনে নিয়মিতভাবে অনুমোদিত হয়েছে, এগুলো হ'ল: বিশেষ অধিকার কমিটি, কার্যপ্রণালী উপদেষ্টা কমিটি এবং সরকারি হিসাব কমিটি। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে দু'টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিল। বিশেষ অধিকার কমিটির ৫ দিনের সভায় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং আলোচনা ব্যতীত কণ্ঠভোটে পাস করা হয়েছিল। কার্য উপদেষ্টা কমিটি কোন বৈঠক পরিচালনা করেনি। সরকারি হিসাব কমিটি মাত্র ৪ দিন বৈঠকে মিলিত হয় কিন্ত কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেনি। অথচ এ কমিটি সংসদের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। কারণ এর কার্যাবলী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক অর্থ, হিসাব এবং অন্যান্য অনুরূপ হিসাব বিষয়ে সম্প্রসারিত ছিল। প্রথম সংসদের ১৪টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে মাত্র তিনটি কমিটি। যেমন, বিশেষ অধিকার কমিটি-২টি, এবং কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ২টি এবং বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির ২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে যা সারণিতে দেখানো হয়েছে। সরকারি হিসাব কমিটির স্বল্প তৎপরতা আইনসভার কাছে সরকারের জবাবদিহিতাকে নিশ্চিত করতে পারেনি এবং তাতে সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়। আবার উত্তম আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিল সংক্রান্ত বাছাই কমিটি নির্ধারিত হয়। জাতীয় সংসদের বিলের ওপর নির্ধারিত কমিটিগুলো তিনবার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের (ইউনিয়ন পরিষদ) ও (পৌরসভা) বিল ১৯৭৩ এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ১৯৭৩, পৃথকভাবে নির্ধারিত কমিটিগুলোতে প্রত্যেকটি তিনদিন করে আলোচিত হয়েছিল। এ কমিটির প্রতিবেদন সংসদের কণ্ঠভোটে পাস হয়েছিল। কিন্তু কমিটিগুলোকে অধিক কার্যকর করতে হলে যেমন, বিশেষ ক্ষমতার বিল, জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং অন্যান্য এমন বিল যেগুলো নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো আইনে পরিণত করার পূর্বে সিলেক্ট কমিটিগুলোতে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃটিশ সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিল দ্বিতীয়বার আলোচনার পরে কমিটিতে যায় এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তার ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিবেচিত হয়ে নির্ধারিত কমিটিতে পাস না হলে বিলের ওপর কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যায় না।[৫৬]

প্রকৃত অর্থে প্রথম জাতীয় সংসদে সংখ্যার দিক থেকে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নগণ্য মাত্রায় ছিল। এগারোটি কমিটির মধ্যে সাতটিতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধিবেশনে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর চারটি কমিটি, যেমন- সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, পিটিশন কমিটি এবং সংসদ কমিটিতে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্যের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। ফলে সংসদের কর্মকাণ্ডে কোন ভারসাম্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, জনাব আতাউর রহমান খান ছিলেন একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য যিনি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির স্থায়ী সদস্য ছিলেন। প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সরকারি দলের প্রাধান্য খর্ব করা না গেলেও এ সব

কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনীত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় এবং যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু প্রথম জাতীয় সংসদে এ নীতি অনুসৃত হয়নি। ফলে কোন কাজের প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটির উদাহরণ পেশ করে বলা যায় যে, এ কমিটির প্রায় কোন সদস্যের হিসাব নিরীক্ষণ এবং শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না যা এ কমিটির সদস্যপদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কমিটির এগারো জন সদস্যের মধ্যে কারো শিল্প-ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণের কোন পেশাগত অভিজ্ঞতা ছিল না। পেশাগত দিক থেকে তিনজন ব্যবসায়ী, চারজন শিক্ষক (বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে), একজন আইন ব্যবসায়ী, একজন সাংবাদিক, একজন গৃহিণী এবং একজন কৃষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তুলনামূলকভাবে এদের কারো দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। কেবলমাত্র দু'জন সদস্যের কিছু প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রথম জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার কমিটি তিনটি প্রস্তাব[৫৭] সম্বলিত ২টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করে। এ তিনটি প্রস্তাব মোটের ওপর মাত্র ৫ দিন আলোচনা হয়েছিল। স্বল্প সময়ের আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্দেশ করে যে, বিশেষ অধিকার প্রস্তাবগুলো কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং সে জন্য কমিটির মিটিং ডাকার জন্য কমিটি কর্তৃক নোটিশ কখনও পাওয়া যায়নি।

প্রথম সংসদে ১৪টি কমিটির মধ্যে ৭টি কমিটিতে ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম অধিবেশনে মাত্র একটি বিরোধী দলীয় সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যান্য চারটি কমিটি যেমন-সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং সংসদ কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, জনাব আতাউর রহমান খান ছিলেন একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য যিনি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির স্থায়ী সদস্য ছিলেন। প্রথম জাতীয় সংসদে কোন কমিটিই প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বৈঠকে ব্যয় করেনি। সুতরাং বলা যায় যে, কমিটির কর্ম-তৎপরতার অভাব প্রমাণ করে যে, আইন প্রণেতাগণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও জনস্বার্থমূলক চেতনায় অধিক আগ্রহী ছিলেন না। ফলে এটি অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, জনকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তনের চেয়ে তারা নিজেদের প্রচারকে জনসম্মুখে বড় করে তুলতেন। অথচ একটি সুস্থ জাতীয় সংসদের কাঠামো নিশ্চিত করতে প্রত্যেক কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ এ পন্থা কমিটিতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে সরকারি ও বিরোধী দলের মতামত পর্যালোচিত ও বিবেচিত হওয়া নির্দেশ করে। এরূপ হলে সংসদে সময়সীমার স্বল্পতার জন্য কোন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না এবং কমিটি কর্তৃক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণকৃত বিল সংসদে হুবহু কণ্ঠভোটে পাস হলে উত্তম আইন প্রণীত হয়।

উপসংহার

রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থতা, সরকারি দলের সদস্যদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সময়মাফিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার প্রবণতা, সভায় বিল বা প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা প্রভৃতি দিকগুলো নির্দেশ করে যে মাত্র দু'বছর স্থায়ী প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহ সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত প্রথম জাতীয় সংসদে ৩০৭ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল থেকে তিন জন, ন্যাপ থেকে এক জন এবং স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন তিন জন।[৫৮] সুতরাং দলীয় অবস্থানের ভিত্তিতে প্রথম জাতীয় সংসদকে একদলীয় জাতীয় সংসদ বলে অভিহিত করা সমীচীন বলে মনে হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (ঢাকা, ১৯৯২) বিধি ২ (১) (গ)।

২. S.S Khera, Management and Control in Public Enterprise (London: Asia publishing House, 1964), p. 266.

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পত্র সংখ্যা ২৩,৪৫,৭,১৪,৯২-৭৬৯, তারিখ ৯ জুলাই, ১৯৯২।

৪. Eric Taylor, The House of Commons at Work (London: Hant Burnnard and W.Ltd., 1967), P. 17.

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (ঢাকা, ১৯৯২) বিধি ২১৯, পৃ. ৮০।

৬. পূর্বোক্ত, বিধি ২২০, পৃ. ৮০।

৭. পূর্বোক্ত, বিধি ২২২, পৃ. ৮১।

৮. পূর্বোক্ত, বিধি ২২৩, পৃ". ৮১।

৯. পূর্বোক্ত, বিধি ২২৫, পৃ. ৮১-৮৩।

১০. পূর্বোক্ত, বিধি ২৩১, পৃ. ৮৩।

১১. পূর্বোক্ত, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১২. Silk and walters, How Parliament Works (England : Penguin Works Ltd., 1996), P. 207.

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকাঃ সরকারি প্রেস, তেজগাঁও, ১৯৯৮), অনুচ্ছেদ ৭৬, পৃ. ৬১-৬২।

১৪. পূর্বোক্ত, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৫. পূর্বোক্ত, বিধি ২৩৫, ২৩৬ ও ২৩৭, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৬. পূর্বোক্ত, বিধি ২৩৮, ২৩৯, পৃ. ৮৬-৮৭।

১৭. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪০, পৃ. ৮৭।

১৮. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪১, পৃ. ৮৭-৮৮।

১৯. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪৫, পৃ. ৮৮, ড. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

২০. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪৬, পৃ. ৮৮।

২১. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪৭, পৃ. ৮৯।

২২. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪৮, পৃ. ৮৯।

২৩. পূর্বোক্ত, বিধি ২৪৯, পৃ. ৮৯।

২৪. পূর্বোক্ত, বিধি ২৫০, পৃ. ৮৯।

২৫. পূর্বোক্ত, বিধি ২৫৭, পৃ. ৯১।

২৬. পূর্বোক্ত, বিধি ২৫৮, পৃ. ৯১।

২৭. পূর্বোক্ত, বিধি ২৬৪, পৃ. ৯২।

২৮. পূর্বোক্ত, বিধি ২৬৩, পৃ. ৯২।

২৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (জুলাই, ১৯৮৭) কার্যবাহের সারাংশ।

৩০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (ঢাকা, ১৯৯২), ২৬৬, পৃ. ৯২।

৩১. মো. আমিনুর রহমান, "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঃ এর কার্যকারিতা (১৯৭৩-৮২)", অপ্রকাশিত পি এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১৪৩।

৩২. বিল তিনটি ছিল ঃ (1) The Bangladesh Local Government (Union parishad and paurashava) (Ammendment) Bill, 1973 (Act No. 9 of 1973), (2) The Bangladesh Rice Research Institute Bill, 1973, (3)The Bangladesh Committee of Management (Temporary Arrangement) (Amendment) Bill, 1973 (Act No. 29 of 1973).

৩৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, "বিতর্ক", খন্ড-১ (৭ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম (৭ এপ্রিল, ১৯৭৩-১৭ জুলাই, ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (২ জুন, ১৯৭৩-১৭ জুলাই, ১৯৭৩), অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম (২০ জানুয়ারি, ১৯৭৫-১৯৭৫-২৮ জানুয়ারি, ১৯৭৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৬. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম (২৩ জুন, ১৯৭৫-১৭ জুলাই, ১৯৭৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (২ জুন, ১৯৭৩- ১৭ জুলাই, ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৮. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ফাইল নং ৩/১৯৭৩ কমিটি, এবং জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত)।

৩৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের চতুর্থ (১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৪- ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৪০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত (ঢাকা : জাতীয় সংসদ, ১৯৭৫), পৃ. ১১৮।

৪১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের চতুর্থ (১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৪- ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৪২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয় (৭ এপ্রিল, ১৯৭৩- ১৭ জুলাই, ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৪৩. Humaira Islam, "The Working of Bangladesh Jatiya Sangsad (1973-75)", Unpublished M.Phil. Thesis (Dacca : Dacca University, n.d.), p. 88.

৪৪. বিশেষ অধিকার এমন অধিকার যা সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম কাঠামোর মধ্যে সংসদ সদস্যরা উপভোগ করেন। বিশেষ অধিকারবলে সংসদ সদস্যরা উৎপীড়ন মুক্ত থাকেন এবং বাইরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা পান। এছাড়া তাঁদের সংসদের ভিতরে তর্ক-বিতর্ক করার স্বাধীনতা রয়েছে। সংসদীয় বিশেষ অধিকার রক্ষাকবচ যা সংসদ সদস্যের মর্যাদাকে নিশ্চিতভাবে ধরে রাখে, প্রত্যেক সদস্য সমান অধিকার ভোগ করেন এবং কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা নেই। সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত কিংবা কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধিকার ক্ষুণ্ন বা হরণ হলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এরূপ অপরাধ সংসদের আইনে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। Erskine May বিশেষ অধিকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, Parliamentary Privilege is the sum of peculiar rights enjoyed by each House collectively .... and by Members of each House individually, Without which they could not discharge their functions, and which exceed those possessed by other bodies and individuals." Erskine May, The Parliamentary Practices (London : Butter Worth, 1983), p. 70.

৪৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয় (৭ এপ্রিল, ১৯৭৩- ১৭ জুলাই, ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৪৬. Humaira Islam, op.cit., p. 90.

৪৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, "বিতর্ক', খণ্ড-১ (৭ এপ্রিল, ১৯৭৩- ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩)।

৪৮. মো: আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৪৯. জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত, পৃ". ৩।

৫০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের পঞ্চম (৩ জুন, ১৯৭৪- ২২ জুলাই, ১৯৭৪) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ (১৯ নভেম্বর, ১৯৭৪- ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৫২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (২ জুন, ১৯৭৪- ১৭ জুলাই, ১৯৭৪) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৫৩. পূর্বোক্ত।

৫৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, প্রথম অধিবেশন থেকে ৮ম অধিবেশন পর্যন্ত (ঢাকা : সরকারি প্রেস, ১৯৭৬)।

৫৫. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Government Printing Press, 1996), Article 76, pp. 61-63; Nizam Ahmed, "Committees in the Bangladesh Parliament", Legislative Studies, Vol. 13, 1998, p. 80.

৫৬. G. C. Moodie, The Government of Great Britain (London : Methuen and Co., Ltd., 1966), p. 123.

৫৭. বিশেষ অধিকার কমিটির প্রথম প্রতিবেদন ছিল, দৈনিক বাংলা একটি সংবাদ পরিবেশন করেছিল একটি প্রতিবেদন সম্পর্কে সেখানে একজন সংসদ সদস্যের হত্যার ব্যাপারে একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের মন্তব্য ছিল। অভিযোগ উত্থাপন কারীর অভিযোগ ছিল যে, সংবাদটি মিথ্যা এবং এটি জাতীয় সংসদ সদস্যের সম্মান ক্ষুণ্ন করে। প্রস্তাবটি সংসদে গৃহীত হবার পর বিবেচনার জন্য এটি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয় এবং কমিটি একটি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

বিশেষ অধিকার লংঘনের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান জনপথ পত্রিকায় সঠিকভাবে উপস্থাপিত না করে ভুল পরিসংখ্যান দেয়ায় সংসদ সদস্যের বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল এবং সেজন্য এটি বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। বিশেষ অধিকার লংঘনের তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদে উপস্থাপিত ভুল তথ্য। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল এবং পরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করেছিল। বিশেষ অধিকার ভঙ্গের তিনটি প্রস্তাবই সরকারি দলের সদস্যরা উত্থাপন করেছিল।

৫৮. Bangladesh Parliament : A Hand Book (Dacca: The Government of Bangladesh, n.d.), p. 2.